প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডার থেকে ঈদ উপলক্ষে মেহেরপুরে শাড়ি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডার হতে পবিত্র ঈদুল ফিতর ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরে অসহায়, গরিব ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে শাড়ি বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ তাজউদ্দিন খান।

এসময় জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলামসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং উপকারভোগী সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর নওপাড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া

গাংনীর নওপাড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ ও তার রুহের মাগফেরাত কামনায় মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে আলোচনা করেন, মাওলানা মোঃ আমিরুল ইসলাম।

দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট বিএনপি’র প্রবীণ নেতা আব্দুর রউফ। দোয়া পরিচালনা করেন, নওপাড়া বড় মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ শফিকুল ইসলাম।

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র চেয়ারপারসন মরহুমা খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ অনেকে।

দোয়া ও মিলাদ পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক প্রচার সম্পাদক কাজল ও মহিত।

দোয়া অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিএনপি’র নেতাকর্মী, সমর্থকসহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ

বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় নেতাকর্মীরা একসঙ্গে হাত তুলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় মোনাজাতে অংশ নেন।

তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে জনগণ সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পাবে

দীর্ঘ ১৭ বছর আপনারা কোনো সাংবিধানিক অধিকার পাননি, আপনাদের ছেলে-মেয়েরা চাকরি পাননি, আপনাদের নাতি-নাতনিরাও চাকরি পাননি। আপনারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেননি, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেননি। ইনশাআল্লাহ, তারেক রহমান যদি প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে জাতীয়তাবাদী আদর্শের শক্তিতে দেশের সমস্ত মানুষ সাংবিধানিকভাবে তাদের প্রাপ্য সবকিছু ফিরে পাবে বলে আমি মনে করি।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে বিএনপি’র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

তিনি আরো বলেন, আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। এই আহ্বায়ক কমিটি দেওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, হয়তো বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু মেহেরপুরের বিএনপি চেয়েছে একটি মুক্ত, স্বাধীন দল যাদের লক্ষ্য মুক্ত ও স্বাধীনভাবে রাজনীতি করা। তাই আজ সবাই একটি দলের পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সেটি হলো জাতীয়তাবাদী দল। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট এই আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে আপনারা ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন।

জেলা বিএনপি’র সদস্য আনছার উল হকের সভাপতিত্বে মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ

মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, কে.এম. খায়রুল বাশার, সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, রোমানা আহমেদ এবং পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি আয়োজিত দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম ও পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র সদস্য মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, রেজাউল হক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রিপন, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলমসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে চীন থেকে দেশে ফিরেছেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

সরকার প্রধানের সফরসঙ্গী হয়ে চীন সফরে গিয়েছিলেন চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।
চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৮ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত ১৯৬ সদস্যের দল নিয়ে অবস্থান করেন। সফরসঙ্গীর এই দলে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান পরিচালক, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ

ডায়মন্ড মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)-এর সাধারণ সম্পাদক ও তারাদেবী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান চুয়াডাঙ্গার সন্তান কৃতী ব্যবসায়ী সিআইপি দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।
তিন দিনের সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিশেষ ফ্লাইট (বিজি-১৭০৪) বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একইসময়ে দেশে ফেরেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। এ সফরে থাকাকালে বিভিন্ন সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে নানা আলোচনা করেছেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। চুয়াডাঙ্গার রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সফরের অবসর সময়ে একান্তে আলোচনার সুযোগ পান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
উল্লেখ্য, এর আগেও ব্যবসায়ীক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রায় ৬০ বারের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে বিভিন্ন দেশে গেছেন চুয়াডাঙ্গার এ কৃতী সন্তান।

২০৩০ সালের মধ্যে কুষ্ঠ নির্মূল করার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে কুষ্ঠ রোগ নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ উপলক্ষে তিনি কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানাগুলোকে উন্নতমানের ওষুধ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে কুষ্ঠরোগ নির্মূলে আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার করছি।’

রবিবার (১২ নভেম্বর) সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘দ্বিতীয় জাতীয় লেপরোসি (কুষ্ঠ রোগ) সম্মেলন’ ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। সরকার কুষ্ঠ নির্মূল কার্যক্রমকে আরও শক্তিশারী করার উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ

করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘প্রতিরোধ করাটাই সব থেকে বেশি দরকার। কি কারণে হচ্ছে এবং এটা যেন আর না হয় সে দিকেই আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।’

প্রধানমন্ত্রী ‘অ্যাপ্রোচ টু জিরো লেপরোসি বাই ২০৩০’ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য তহবিল বৃদ্ধি করাসহ আরও সবরকম সহযোগিতা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দেন। তিনি দেশে উন্নতমানের যে ওষুধ কোম্পানি রয়েছে তাদের কুষ্ঠরোগের ওষুধ উৎপাদনেরও আহ্বান জানান।

কুষ্ঠরোগীদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার যে আইন করেছিল ‘দ্য লেপারস অ্যাক্ট ১৮৯৮’, আওয়ামী লীগ সরকার তা রোহিত করেছে বলেও উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘কাজেই এখন আর কেউ কুষ্ঠরোগীদের তাদের ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করতে পারবে না। পরিবার থেকে শুরু করে আশাপাশের আর কেউ তাদের ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে না।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘কুষ্ঠরোগীদের সহানুভূতি ও সেবা যেমন দরকার তাদের পাশে থাকাও দরকার। তাদের মনবল সৃষ্টি করা দরকার এবং সকলে সেটাই করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেনে। এটা ছোঁয়াচে রোগ বলে পুরনো ভ্রান্ত ধারণা এক সময় যেটা ছিল, সেটা থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে।’ অনেকেই এর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।‘আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি এবং এবং এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলছি কাজেই এখন আর সেই পুরনো ধ্যান-ধারণায় থাকলে চলবে না। তাহলে আমরা স্মার্ট হতে পারবো না,’ বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আবারও মেডিক্যাল রিসার্সের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দেশে আরও মেডিক্যাল রিসার্স খুব বেশি দরকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর রিসার্স দরকার, যেটা আপনারা একটু কমই করেন। দয়া করে যদি মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর রিসার্স করেন, তাহলে দেখবেন আমাদের দেশে জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত যতরকম রোগ আছে, তার ওপর একটি ভালো ধারণা এনে এর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবো। এতে যে ধরনের ওষুধ বা যা যা দরকার, আমরা তৈরি করতে পারবো। এই অনুরোধটা আমার থাকলো।’

বিএনপিকে চোখের চিকিৎসা নিতে পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, ‘আমি জানি, আমাদের বিরোধী দল (বিএনপি) উন্নয়নটা চোখে দেখে না। এদের আর বলার কিছু নেই, চোখ থাকতে যারা অন্ধ তাদেরকে আর কী বলবো? তাদেরকে একটা পরামর্শ দিতে পারি, আমি কিন্তু ঢাকায় একটা আধুনিক আই ইনস্টিটিউট করেছি, চোখ থাকতে যারা অন্ধ তারা সেখানে গিয়ে চোখটা দেখাতে পারে। মাত্র ১০ টাকা লাগে, বেশি লাগে না।’

আজ শনিবার (১১ নভেম্বর) কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার রেলপথ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশ গত ১৫ বছরে বদলে গেছে। আওয়ামী লীগ প্রথমবার যখন সরকারে আসে, আমরা অনেকগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নিই। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াই, স্বাক্ষরতার হার বাড়াই। রেল, রাস্তাঘাট, স্কুল-মাদ্রাসা সবকিছুরই কিন্তু উন্নয়ন করেছিলাম। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, এর সঙ্গে রেলপথ করে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন হয়। রেলকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি, কারণ সাধারণ মানুষ অল্প খরচে যাতায়াত করতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘পাঁচ বছর মাত্র ক্ষমতায় ছিলাম। ২০০১-এ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি গ্যাস বিক্রির করতে রাজি না হওয়ায় আমাকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি- একটা চক্রান্ত করে। তাতে আমার কোনও আফসোস নেই। কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে, ক্ষমতার লোভে দেশের সম্পদ কারও হাতে তুলে দিতে রাজি না।’

উল্লেখ্য, ১১ নভেম্বর দোহাজারি-কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ৪৮তম জেলা হিসেবে যুক্ত হয়েছে কক্সবাজার। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের নগরী কক্সবাজারে এতদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সড়ক ও বিমান পথে পর্যটকদের আসার সুযোগ থাকলেও এখন

যুক্ত হলো নতুন এক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি: প্রধানমন্ত্রী

পূজা শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সবার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বলব, আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি।

রবিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সবসময় উদার মনের, তারাও সব সময় অসম্প্রদায় চেতনাকে বিশ্বাস করে। যে কারণে আজকে আমাদের স্লোগান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সবাই আমরা ঠিকই এভাবে উৎসব পালন করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ’৭৫ পর বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে। ’৯২, ২০০১ ও তার আগে বার বার আঘাত এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিল, পাশে আছি।আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে সব ধর্ম-বর্ণের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থাৎ সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে সেটা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু ৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।’

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, সবি ধর্ম বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ করেন, সেটাই আমরা চাই। আইন-শৃঙ্খলা কর্মী থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক নেতারা থাকবে, যাতে কোনো ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। সেদিকে আমরা সতর্ক থাকবো। আমরা চাই, আপনারা ভালোভাবে পূজা উদযাপন করেন।

তিনি আরও বলেন, এ মাটির সন্তান সবাই। এই মাটিতে নিজ নিজ অধিকার নিয়ে সবাই বাস করবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সবাই একই যুদ্ধ করেছেন, এখানে সবার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আমরা সেই চেষ্টাই করি। আমরা চাইবো, আপনারও বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করুন।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, এখন ঘরে ঘরে খাবার আছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আছে, চিকিৎসা সেবা মানুষের কাছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ছোঁয়া, এটা মানুষের কল্যাণেই আমাদের কাজ। মানুষের কল্যাণ করাটাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।

টাকা পাচারকারীদের জন্য অশনিসংকেত: প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের (সাবেক এনআরবি গ্লোবাল) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারকে (পি কে) ২২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রবিবার এই রায়ের মধ্য দিয়ে টাকা পাচারকারীদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স অবস্থান আরেকবার ব্যক্ত হলো। এর আগে বিএনপি মহাসচিব (পলাতক) তারেক রহমান ও গিয়াস আল মামুম, জি কে শামীমসহ আরও বেশকিছু টাকাপাচারের মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। রবিবারের রায় পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় আইনজীবীরা বলছেন, একের পর এক পাচারকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার মধ্য দিয়ে একটা বার্তা দেওয়া গেছে- অর্থ পাচারের মামলায় সরকার শক্ত অবস্থান নিতে সক্ষম

হয়েছে এবং পাচারকারীদের অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

বাংলাদেশে ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে অর্থের অবৈধ ব্যবহারের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০০সালের পর থেকে অর্থের অবৈধ ব্যবহার নিয়ে প্রথম আইনটির নাম ছিল মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০২ (২০০২ সালের ৭ নম্বর আইন)। এ আইনের বিধানাবলি অপর্যাপ্ত থাকায় ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করে (অধ্যাদেশ নম্বর ১২, ২০০৮) কিছু বিষয় যুক্ত করে। পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার অধ্যাদেশটি সংবিধানের অনুশাসন অনুযায়ী পরীক্ষা করে ২০০৯ সালে আইনে রূপান্তরিত করে। ২০০৯ সালের আইনটিও পরে বাতিল করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০১২ জারি করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ নামেই পরিচিত। এই আইনের মাধ্যমে এখন মামলা পরিচালনা করা হচ্ছে।

এই আইনে সাজা হয়েছে তারেকেরও
এর আগে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দুদকের মামলায় তারেক রহমান ও তাঁর স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমানকে সাজা দেয় ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ আদালত ও মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আছাদুজ্জামান। রায়ে তারেককে ৯ বছর ও জোবাইদাকে ৩ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১ / ১১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ও ব্যবসায়ীদের আটক অভিযান চালানো হয়। এর অংশ হিসেবে তারেক রহমানকে ২০০৭ সালের ৭ মার্চ গ্রেপ্তার করা হয়।

২০১৩ সালের ১৭ নভেম্বর সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচারের একটি মামলায় ঢাকার একটি বিশেষ জজ আদালত তারেক রহমানকে খালাস দেন। ওই মামলায় তারেকের বন্ধু ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তারেক রহমানকে খালাস দেওয়ার রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) হাইকোর্টে আপিল করেন। ওই আপিল শুনানি শেষে হাইকোর্ট ২০১৬ সালের ২১ জুলাই বিচারিক আদালতের খালাসের রায় বাতিল করে তারেক রহমানকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি ২০ কোটি টাকা জরিমানা করেন।

বিচার করা গেছে জি কে শামীমের
গত জুলাই মাসে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় ১৯৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগের মামলায় ঢাকার একটি আদালত বহিষ্কৃত যুবলীগ নেতা জি কে শামীমকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়-

অস্ত্রবাজ, টেন্ডারবাজ ও অর্থপাচারকারীদের কোনো আদর্শ নেই। তারা কোনো আদর্শকে লালন করে না। তবে আদর্শকে ব্যবহার করে রাতারাতিভাবে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে এবংদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়। তারা দেশ ও জাতির শত্রু। দেশের চলমান উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থে তাদেরকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করতে হবে।

২০১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দুপুরে নিকেতনের নিজ বাসা থেকে শামীমকে আটক করা হয়। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় নগদ ১ কোটি ৮১ লাখ ২৮ হাজার টাকা, আরও ৭ লাখ ৪৭ হাজার টাকার বিদেশি মুদ্রা, শামীম ও তাঁর মা আয়েশা আক্তারের নামে ১৬৫ কোটি ২৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকার এফডিআর, মায়ের নামে আরও ৪৩ কোটি ৫৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার ব্যবসার অংশীদার এবং জি কে বি অ্যান্ড কোম্পানির শেয়ার, গাড়ি ও এফডিআর বাবদ ৩৬ কোটি ৩৫ লাখ ১৮ হাজার ৭১৯ টাকার অস্থাবর সম্পদের বৈধ উৎস পায়নি দুদক। অনুসন্ধানে শামীমের মায়ের বৈধ আয়ের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, মোট ২৯৭ কোটি ৮ লাখ ৯৯ হাজার টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

টাকা ফেরত আনতে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার বিভিন্ন দেশে বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) নেতাদের পাচার করা অর্থ ফেরত আনার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, “বিএনপির অনেক নেতার টাকা (বিদেশি ব্যাংকে) জমে আছে। আমরা ধীরে ধীরে এগুলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। গত জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের বৈঠকে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার পরিবারের দুর্নীতির সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, সড়ক খাতে দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাংক বিএনপির শাসনামলে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়। খালেদা জিয়ার দুই ছেলে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোর দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার আগেই বিদেশিরা এবং একজন এফবিআই এজেন্ট তারেকের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় সাক্ষ্য দেন। শেখ হাসিনা বলেন, তাদের (তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকো) বিদেশে পাচার করা অর্থ থেকে সরকার ৪০ কোটি টাকা ফেরত নিতে পেরেছে। কিন্তু সমস্যা হলো তারা টাকা যে দেশে জমা করেছে, সেখান থেকে টাকা ফেরত আনা একটি কঠিন বিষয়। দেশগুলো টাকা ছাড়তে চায় না।

অর্থপাচারের হাব সিঙ্গাপুরও নড়েচড়ে বসেছে এবার। বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ অর্থের প্রবাহ রোধ করতে অভিবাসনবিষয়ক নিয়মনীতি আরও কঠোর

করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি দেশটির পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ড মিনিস্টার জোসেফিন টেও বলেছেন, অভিবাসনবিষয়ক যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া কীভাবে আরও কঠোর করা যায়, তা মূল্যায়ন করা হবে। সিঙ্গাপুরের সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুসারে গত মঙ্গলবার পার্লামেন্টে মিনিস্টার জোসেফিন টেও বলেন, সিঙ্গাপুর অর্থ পাচারের ঘটনা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। অর্থ পাচারের বিষয়ে এবারই আমরা প্রথম কোনো আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি তা নয়। আর এটা শেষ ঘটনাও হবে না।

৯৬ সালের আগের অবস্থা মনে করে দেখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, `২৯ বছর যারা ক্ষতমায় ছিল তারা দেশের মানুষকে কিছু দিতে পারেনি। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, যদি পারেন তাহলে ৯৬ সালে পূর্ব পর্যন্ত কী উন্নয়ন ছিল সেটা একটু দেখবেন।‘

শনিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, `১৯৯৬ সালে আমি যখন সরকারে আসি তখন আমাদের বিমানবন্দরের কোনও বোডিং ছিল না, পার্কিং লোড ছিল না, কিছুই ছিল না। আমরা সরকারে এসেই বিমানবন্দরের উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। চট্টগ্রাম এবং সিলেট এই দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও আমরা নির্মাণ করি। সঙ্গে শাহজালাল বিমানবন্দরের উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করি।‘

বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, `আরও পর্যাপ্ত আধুনিক, সুযোগ-সুবিধা যাতে সৃষ্টি হয়, তার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। কারণ, আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসীরা বসবাস করে। তারা বিভিন্ন দেশে কাজ করে। আমাদের রেমিট্যান্স পাঠায়। তারাও যাতায়াত করে।‘

মানুষের যোগাযোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি উন্নতির জন্য মানুষের যোগাযোগ অপরিহার্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক যুগের নৌপথ সড়ক পথ রেলপথের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পথ সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহন করে। বিশেষ করে, এদের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগের মূল বাহন হচ্ছে বিমান।

বিভিন্ন সময়ে আকাশপথে যোগাযোগের রুট পরিবর্তন হয় উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, একসময় আন্তর্জাতিক হাব ছিল হংকং। এরপর হলো সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, এখন দুবাই। আমি বিশ্বাস করি, একসময় আমাদের কক্সবাজার বা হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর হবে আন্তর্জাতিক হাব। রিফুয়েলিংয়ের জন্য অনেকেই এখানে আসবে, থামবে; বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করবে। আর কক্সবাজারে নামলে তো আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘ বালুকাময় সি বিচ সেটাও সবাই উপভোগ করতে পারবে। সেভাবেই আমরা গড়ে তুলতে চাই।’

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. মফিদুর রহমানসহ বেবিচক ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।